বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও গঠনতন্ত্র

কেন্দ্রীয় প্রচার দফতর :
৩১৪।২ জগন্নাথ সাহা রোড, কিল্লার মোড়,
ঢাকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূমিকা

আল্লাহ পাকের ঘোষনা إني جاعل في الأرض خليفة (আমি অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি) থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের দায়িত্ব দিয়ে মানবজাতিকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তাই হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে শেষ পয়গম্বর মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (স:) পর্যন্ত সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম জীবনভর আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের জেহাদে নিয়োজিত ছিলেন। ইব্লিসী জুলুম ও পাপাচার উৎখাত করে আল্লাহর ইনসাফ ও পুণ্যাচার প্রতিষ্ঠার এ জেহাদে তাঁরা কেউ শহীদ হয়েছেন, কেউ হিজরত করেছেন, কেউ বা গাজী হয়ে পূর্ণাংগ খেলাফত কায়েম করে গেছেন। যেমন. হযরত ইবরাহীম (আ:) হযরত মুসা (আ:) হযরত দাউদ (আ:) ও হযরত মুহাম্মদ (স:) যথাক্রমে নমরুদ, ফেরাউন, জালুত ও আবু জেহেলদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের পূর্ণাংগ নমুনা রেখে গেলেন।

আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তর্ধানের পর তাঁদের উম্মতদের ভেতরে 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়ত' কায়েমের জেহাদ অব্যাহত ছিল। কোথাও রাষ্ট্রীয়, কোথাও সামাজিক, কোথাও বা ব্যক্তি পর্যায়ে তাঁরা নবীর তরীকায় খেলাফত কায়েমের জেহাদ চালু রাখলেন। এ জেহাদের মূল লক্ষ্য পারলৌকিক সাফল্য তো তাদের সামগ্রিকই ছিল। পরন্তু ইহলৌকিক সাফল্যও তাঁদের কখনও সামগ্রিক, কখনও বা আংশিক দেখা দিয়েছিল। সামগ্রিক সাফল্যের অত্যুজ্জল নিদর্শন হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন। আর আংশিক সাফল্যের জ্বলন্ত নজীর হলেন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র:) ও হযরত শাহ-জালাল (র:)।

এ উপমহাদেশে সাময়িক হলেও একবার খেলাফত কায়েমের জেহাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সাফল্য লাভ ঘটেছিল। তা ছিল শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর (রঃ) সিত্তানায় প্রতিষ্ঠিত ছয় বছরের খেলাফত। এ অঞ্চলে তাঁর আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ও মাওলানা ইমামুদ্দীন বাংগালী (রঃ)। এর আগে হযরত মুজাদ্দেদ আলফে ছানী (রঃ) ও হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভীর (রঃ) আন্দোলন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ণত্ব না পেলেও রাষ্ট্র শক্তিকে প্রভূত প্রভাবিত করেছিল। এ অঞ্চলে সে জেহাদের নমুনা দেখতে পেলাম আমরা হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনে, হাজী নেছারের (তিতু-মীর) কৃষক বিপ্লবে আর ফকীর মজনু শাহের নীলকর বিদ্রোহে। আমরা সে সব নির্দশন সামনে নিয়েই আন্দোলনে নেমেছি। তাই আমাদের জেহাদের চেহারা চরিত্র, উপায় উপকরণ যথাসম্ভব সে সব নিদর্শন থেকেই আহরণ করতে হবে।

বলা বাহুল্য, সাহাবায়ে কেরামের পর থেকেই ছিঁটেফোটা ব্যতিক্রম ছাড়া 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়তের' চেহারা-চরিত্রে ক্রমবিচ্যুতি ঘটে চলছিল। অবশেষে এ বিংশ শতকের গোড়ার দিকে উসমানীয় যুগে তা এসে একান্তই নাম সর্বস্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খাওয়ার পর পাশ্চাত্য প্রভাবিত কামাল পাশার সামান্য ধাক্কায়ই এতদিনের ঘুনেধরা সৌধটি ধ্বসে পড়ল। এতে গোটা মুসলিম দুনিয়া ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হল। আর না হোক সেই নাম সর্বস্ব খেলাফতটি অন্তত মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক ছিল। সে প্রতীকটি ভূপাতিত হওয়ায় পাশ্চাত্য ক্রুসেডাররা বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র-গুলোকে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত একে একে গ্রাস করার সুযোগ পেয়ে গেল। গোটা মুসলিম মিল্লাতের যথার্থ রাহবররা তখন চুপ থাকতে পারেননি। এমন কি পাশ্চাত্যের তদানিন্তন শ্রেষ্ঠতম শক্তি আসূর্যাস্ত সাম্রাজ্য-বাদী বৃটিশের পদানত এ উপমহাদেশের নায়েবে নবীরাও মুসলিম ঐক্যের প্রতীক খেলাফত রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে শাসকবর্গের হাতে অকথ্য জেল-জুলুম ভোগ করলেন। উপমহাদেশের এ খেলাফত আন্দোলনের শীর্ষে ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মোহাম্মদ

আলী, মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা মনীরুজ্জমান ইসলামাবাদী প্রমুখ বুযুর্গান।

পরবর্তী স্তরে এ উপমহাদেশকে বৃটিশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে 'স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ইসলাম' কায়েমের জেহাদে মাওলানা আশ্রাফ আলী থানভী (র:) ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (র:) দুটি পরস্পর সম্পূরক ধারায় একযোগে কাজ করে যান। মাওলানা মাদানী ছিলেন বৃটিশ বিতাড়নের জেহাদে নিয়োজিত আর থানভী (র:) 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম' কায়েমের জেহাদে অগ্রণী রইলেন। এ যেন পারস্পরিক সহযোগীতায় একই ক্ষেতে জংগল সাফ ও বীজ বপনের কাজ চালিয়ে যাওয়া। 'আযাদ উপমহাদেশে আযাদ ইসলাম' কায়েমের জেহাদে এ অঞ্চলের নেতৃত্ব দিলেন ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক (র:)।

এ ধারাবাহিক আন্দোলনের ফসলই হল উপমহাদেশের মুসলিম রাষ্ট্রদ্বয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। তার বড় প্রমান, এ উভয় দেশ গোড়াতে খেলাফত তথা ইসলামী হুকুমত কায়েমের প্রতিশ্রুতি নিয়েই জন্ম নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত উভয় রাষ্ট্রের বৃটিশের শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত শাসকবর্গ জনগনের অবিরাম চাপ সত্ত্বেও নিজেদের এলমী, ঈমানী ও আখলাকী দুর্বলতার কারণে বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা কায়েম করতে পারছেন না। তাঁদের এ ব্যর্থতা ও জনগনের পরম হতাশায় শংকিত হয়েই খানকাহ্ ও দরস্‌গাহ্‌র বুযুর্গানরা আজ আবার জেহাদের ময়দানে অবতীর্ন হতে বাধ্য হলেন। কারণ জাতির নেতা ও জনতার ব্যর্থতা ও হতাশা দেশকে যে কুফরী ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে তাতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই।

অবশ্য দেশ বিভাগের পর থেকেই নায়েবে নবীরা খেলাফত কায়েমের জেহাদ চালিয়ে আসছিলেন। তার পুরোভাগে ছিলেন মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী, মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, মুফতি মাহমুদ, মাওলানা আতহার আলী, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মোশাহেদ আলী, শর্ষিনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ, বাহাদুর পুরের পীর বাদশা মিয়া প্রমুখ। তাঁদেরই মহান প্রচেষ্টায় করাচীর সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিখ্যাত বাইশ দফা মূলনীতি

গৃহীত ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে তা প্রস্তাবনা আকারে সংযোজিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা বঞ্চিত উপনিবেশবাদ সৃষ্ট নেতৃত্বের কারসাজী ও বৈষম্যমূলক কায়-কারবারে তা শুধু বানচালই হলনা, দেশটিও বিভক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটল। আল্লাহ ও তাঁর ঈমানদার বান্দাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার স্বাভাবিক পরিণতি এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

বাংলাদেশোত্তর কালে যদিও খেলাফতের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের জেহাদ কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তথাপি ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ের জেহাদ অবিরাম গতিতে অব্যাহত ছিল। ফলে দশ বছর যেতে না যেতেই গোটা জাতি আবার ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল। হযরত হাফেজজী হুজুরের ব্যক্তিগত আকস্মিক ইসলামী হুকুমত কায়েমের নির্বাচনী জেহাদের ডাক তাই এমন এক গনজোয়ার সৃষ্টি করল যার ফলে তাঁর শুধু তৃতীয় শক্তি হিসাবেই অভ্যুদয় ঘটলনা, কি সরকারী, কি বিরোধী সব দলই ইসলামের সামনে নতজানু হতে বাধ্য হল। হাফেজজী হুজুরের নির্বাচনে অবতরণের এটাই বিরাট সাফল্য।

একারনেই হাফেজজী হুজুর তাঁর নির্বাচনোত্তর কর্মী সম্মেলনে ঘোষনা করলেন, আল্লাহর ফজলে আমি কামিয়াব। ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদ কায়েম হয়ে গেছে। দল-মত নির্বিশেষে সবার ভেতরেই ইসলামের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব দেখা দিয়েছে। যারা আমাকে ভোট দিয়েছে, তারা যেমন ইসলামকে ভাল বেসেছে, তেমনি ভাল বেসেছে যারা আমাকে ভোট দেয়নি তারাও। এমন কি যারা না জেনে আমার অপবাদ গেয়েছেন, তারাও ইসলামের কথা বলেছেন। তাদের কারণে আমার অনেক গুণাহ খাতা মাপ হওয়ায় আমি তাদের উপকারী বন্ধু বলে মনে করি। এখন আমি তাদের সবাইকে নিয়ে খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই।

বলা বাহুল্য, হাফেজজী হুজুরের এসব বক্তব্যের আলোকেই আমরা তাঁর সৃষ্ট ইসলামী গনজাগরণকে "খেলাফত আন্দোলনের' কাঠামোয় ধরে রাখতে চাই আর পৌঁছে দিতে চাই খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়তের লক্ষ্যে। এ কারণেই এ আন্দোলনের রূপ-রেখা খোলাফায়ে রাশেদীনের কাল থেকে নিতে চাই, ওমারায়ে দাল্লীনের (ভ্রান্ত শাসকবর্গ) কাল থেকে নয়। তাই

আমরা সচেতনভাবেই, 'ইসলামী রাষ্ট্র' না বলে 'খেলাফত আলা মিনহাজে নবুয়ত' বলছি, আর তার জন্য 'সংগ্রাম' না করে 'জেহাদে' নেমেছি। তেমনি আমরা 'পার্টি' না করে 'আন্দোলন' চালাচ্ছি, আর কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে না ডেকে গোটা মানব মণ্ডলীকে ডাকছি। এভাবে আমরা নবী ও খলীফাদের পরিভাষা ও রীতি-নীতি গুলোকে যথাযথ তাৎপর্য সহকারে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক করার নামে সেগুলোর চেহারা-চরিত্র বিকৃত করতে চাই না। কারণ, এ বিকৃতি সেগুলোর প্রাণ সত্বাকেও বিনষ্ট করে দেবে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে। আমাদের যে সব দল আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশিত সনাতন পথে খেলাফত কায়েমের জেহাদ ছেড়ে আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক পথে প্রায় অর্ধশতক ধরে 'ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম' চালাচ্ছেন, তারা দিন দিন শুধু পিছিয়েই যাচ্ছেন না, ইসলামের চরম বদনাম করে চলছেন। আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহর দ্বীন কখনও মানবীয় রীতি-নীতি দিয়ে কায়েম হয় না, হয় আল্লাহর রীতি-নীতি দিয়ে। কুরআনে হাকীম যখন নিজেই হেকমতওয়ালা, তখন তা কায়েমের জন্য আবার কোন হাকীমের হেকমত আমদানী করতে হবে? যারা দ্বীনের দৃষ্টিতে রাজনীতি কায়েম না করে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দ্বীন কায়েম করতে চান, তারা দ্বীন নিয়ে রাজনীতি করতে পারেন. কিন্তু কখনও দ্বীন কায়েম করতে পারেন না।

ধ্যান-ধারনার এ সব মৌল তারতম্যের ফলেই আমরা সভাপতি, সদর বা প্রেসিডেন্টের বদলে আন্দোলনের প্রধানকে আমীরে শরীয়ত বলতে চাই। তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। মানে, তিনি আমীর কোন সংগঠনের নন, শরীয়তের। সুতরাং তিনি পরিচালিত হবেন শরীয়তের নির্দেশে, সংগঠনের নির্দেশে নয়। পরন্তু শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক তিনি সংগঠনকে নির্দেশ দিতে থাকবেন এবং যতক্ষন পর্যন্ত তা শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধী না হয়, ততক্ষন সংগঠনের জন্য তা মেনে চলা ওয়াজিব হবে। আমীরের শরীয়ত সংগ্রামের শপথ নেয়ার বদলে জেহাদের বাইয়াত নিবেন। এ বাইয়াতের বরখেলাফ করা আন্দোলনকারীদের জন্য বাগাওয়াত (বিদ্রোহ) হবে। মনে রাখতে হবে, কর্তৃত্ব এখানে ব্যক্তির নয়, শরীয়তের। তাই শরীয়তের বরখেলাফ হলে আমীরের বিরুদ্ধে বাগাওয়াত করা আন্দোলনকারীদের জন্য ওয়াজিব হবে। প্রসংগত উল্লেখ্য, এ

আন্দোলনের আহবায়ক ও নির্বাচিত পরিচালক হাফেজ্জী হুজুর হলেন আন্দোলনের প্রথম আমীরে শরীয়ত।

ক্ষমতার উৎস যেমন জনগন নয়, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তেমনি তাঁর দ্বীনের সাংগঠনিক কাঠামো কখনও নীচ থেকে উত্থিত হয় না, হয় উপর থেকে অবতীর্ন। সেখানে আমীরে শরীয়ত জনগনকে চালান, জনগন আমীরে শরীয়তকে চালাম না। তাই আমীরে শরীয়ত সিদ্ধান্তদাতা কাউন্সিল নিয়ে আন্দোলন চালাবেন না, চালাবেন পরামর্শদাতা মজলিসে শূরা দিয়ে। যেহেতু এটা কোন রাজনৈতিক পার্টি নয়, তাই তার কোন রীতি-নীতিও এখানে চলতে পারেনা।

মনে রাখতে হবে, এ আন্দোলন না কোন গনদেবতার পূজারী, না কোম দেশমাতার পূজারী, না কোন ইজম-তন্ত্রের পূজারী, মা কোন বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূজারী। এ আন্দোলন তো এসব কিছুরই উপরে ক্ষমতাবান মহান আল্লাহ তায়ালার অনুগত ও অনুসারী। তাই তথাকথিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আর তন্ত্র-মন্ত্রের গোলকধাঁধায় পড়ে কেউ যদি কোর-আনের রীতি-নীতিকে চৌদ্দশ বছর আগের আরব জাহেলদের মত اساطير الاولين (সেকেলে ব্যাপার) ভেবে আধুনিক আর বৈজ্ঞানিক করার আব্দার তোলে কিংবা কসরৎ চালায়, আন্দোলনের দৃষ্টিতে সে সেই জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত বৈ নয়। কুরআন ত তাদের এ জাহেলিয়াতের ব্যাধি থেকে মুক্তি দেবার একমাত্র খোদায়ী প্রেসক্রিপসন। ওষুধের তিক্ততার ভয়ে রোগীরা যদি এখন প্রেসক্রিপসন সংশোধন শুরু করে তা হলে রোগ নিরাময় হবে কিসে?

সন্দেহ নেই. এ জাহেলিয়াতের ব্যাধিই হাজারো ব্যাধির জন্ম দিয়ে বিশ্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতিকে মুমূর্ষ জাতিতে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য পুঁজি-বাদী গনতন্ত্রের অভিশাপ আমাদের প্রার্থী ও ভোটার প্রায় সবাইকে দুর্নীতি ও পাপাচারের অতলে তলিয়ে দিচ্ছে। সরল জনতা পুণ্যের প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রতারকদের ভোট দিয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগজনিত পাপের অংশীদার হচ্ছে। এ কারনেই হাদীয়ে যামান হযরত হাফেজ্জী হুজুর নির্বাচনের নামে আন্দোলনে নেমে আমাদের এ ধরনের জাহেলিয়াত থেকে তওবার

দাওয়াত দিলেন। আর সে তওবাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য মানব রচিত শাসন উৎখাত করে খোদার খেলাফত কায়েমের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিলেন। সুপথে যেতে হলে যেমন আগে বিপথ থেকে ফিরে আসতে হয়, তেমনি বিপথ থেকে ফিরে এলেই চলে না, সুপথেও পদক্ষেপ রাখতে হয়। যেহেতু হাফেজ্জী হুজুর ছিলেন প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারনার উর্ধে, তাই তাঁর এ তওবার দাওয়াত ও জেহাদের ডাক ছিল দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সার্বজনীন। ফলে তা মুহূর্তে সৃষ্টি করে দিল অভাবিত গনজোয়ার। তিনি অতীতের মতই পাশ্চাত্য ডিপ্লোমেসীর পলিটিক্স তথা 'প্রতারনার রাজনীতি'কে অবৈধ ঘোষণা করে জিকরুল্লার রাজনীতি তথা 'সততার খিলাফত নীতি' অনুসরনের আহবান জানালেন। এ পবিত্র 'খেলাফত নীতি' মসজিদে নিষিদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, মসজিদকে কেন্দ্র করেই মহানবী (সঃ) চালু করে গেছেন।

মোটকথা হাফেজ্জী হুজুরের স্বষ্ট এ খেলাফত আন্দোলন ঠিক মহানবীর তরীকা মতেই এগিয়ে চলতে চায়। এ আন্দোলন চালাতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের তিনটি ধাপে অগ্রসর হতে হয়। তা হচ্ছে তালীম, তরবিয়ত ও জেহাদ। পয়লা ধাপে মানুষকে শরীয়তের তালিম দিয়ে শরীয়ত বিগর্হিত ধ্যান-ধারনা থেকে তার মস্তিষ্ক পবিত্র করতে হয়। এ কাজে দরস্গাহের আলেম সমাজ নিয়োজিত রয়েছেন। দ্বিতীয় ধাপে মানুষের ভেতরে শরীয়তপ্রীতি স্বষ্টি করে তা হুবহু অনুসরনের জন্য তার মনকে পবিত্র করতে হয়। এ কাজে খানকার বুযুর্গান প্রতিনিয়ত নিরত রয়েছেন। এ দুটি ধাপে যখন কিছু সংখ্যক অজেয় মোজাহেদ তৈরী হয়ে যায়, হোক তার সংখ্যা তিনশ তেরজনের মতই নগন্য, তখনই তারা তৃতীয় ধাপে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পবিত্র করার জেহাদে অবতীর্ন হয়। চূড়ান্ত ধাপের এ জেহাদে অবতরনের পর রাষ্ট্রীয় পবিত্রতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত বিরতির কোন অনুমতি নেই। এ ধাপে মোজাহেদরা হয় শহীদ, নয় গাজী হবে, ফেরার হওয়া হারাম। এ তৃতীয় ধাপের পয়লা কাজ হচ্ছে মানবীয় সংবিধান ও সরকারের উচ্ছেদ ঘটিয়ে খোদায়ী সংবিধান ও সরকারের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বৈষম্য ও কারসাজীর বিলুপ্তি ঘটিয়ে ইনসাফের অর্থনীতি কায়েম করা। তৃতীয় কাজ হচ্ছে খোদায়ী

বিচারবিধি চালু করে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো নিরাপদ ও নিশ্চিত করা। এ তিনটি কাজ সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ জেহাদ অব্যাহত থাকবে।

উপসংহারে বলতে চাই, এ সব ঈমান-আকীদা ও কর্মধারার আলোকেই খেলাফত আন্দোলনের গঠনতন্ত্র ও কর্মনীতি রচিত হতে যাচ্ছে। তা দেখে কেউ যদি এ আন্দোলনকে প্রাচীন মৌলবাদী ভাবেন তো সবিনয়ে প্রশ্ন তুলব, আল্লাহর কোটি কোটি বছরের প্রাচীনতম সূর্য যদি কোনরূপ সংশোধন, সংযোজন, আধুনিকায়ন ও বৈজ্ঞানিকায়ন ছাড়া বিংশ শতকের বিজ্ঞানদর্পী মডার্ণ মানুষের প্রয়োজন মিটাতে পারে, তা হলে তাঁর মাত্র চৌদ্দশ বছর পূর্বে অবতীর্ণ কোরআন তা পারবে না কেন? ইতিহাসের যখন পুনরাবৃত্তি ঘটার বিধান রয়েছে, তখন কোরআনের অতীত সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না কেন? তেমনি কেউ যদি এ আন্দোলনকে কম গণতন্ত্রী ভাবেন তো সবিনয়ে আরজ করব, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স থেকে শুরু করে পাক ভারত বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে বিচিত্র ধরনের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রদর্শনী চলছে। তেমনি চালাচ্ছে সামাজবাদীরাও বিভিন্ন গণতন্ত্রের মহড়া। এরূপ হাজারো গণতন্ত্রের বাজারে যদি কোরআন অন্য এক ধরনের গণতন্ত্র নিয়ে হাজির হয়ে থাকে তো আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? ইতিহাস সাক্ষী, কোরআনের 'গুনগত গণতন্ত্রই' একদিন ভাল মানুষ বাছাই আর ভাল শাসকবর্গ সৃষ্টির সফল দৃষ্টান্ত কায়েম করেছে। পাশ্চাত্যের 'সংখ্যাগত গণতন্ত্র' সেক্ষেত্রে শুধু ব্যর্থই হয়নি, নিছক প্রতারনা বলে প্রমানিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পাঁচ দফা উদ্দেশ্য

১। রাসূলে পাকের (সঃ) আদর্শে ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পন্থায় মানব মণ্ডলীকে ইবলিসী বিভেদমূলক আইনের অনুশাসন ও উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের দিগন্ত উন্মোচন করা।

২। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে স্ব স্ব ধর্ম পালনের সুযোগ প্রদান করে নৈতিকতা বিরোধী সকল অশুভ তৎপরতা বন্ধের মাধ্যমে চরিত্রবান নাগরিকে পরিণত করা।

৩। সুদ তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুলোৎপাটন ঘটিয়ে সম্পদ বন্টনের ইসলামী অর্থনীতি চালু করা এবং সম্পদের সুসম বণ্টনের জন্য শর্তাধীন মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে শর্ত ভংগের দায়ে অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিধান চালু করা।

৪। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রবঞ্চনা ও সমাজবাদী সাম্যনামের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর দেয়া মানবিক অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিয়ে শাসক ও শাসিতের ভেতর সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৫। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে মজলুম মানবতার মুক্তি সংগ্রামে সাধ্যানুরূপ সহায়তা প্রদান ও মুসলিম জাহানে খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতাকে সম্প্রসারিত ও সাফল্য মণ্ডিত করার জোর প্রয়াস অব্যাহত রাখা।

পনের দফা কর্মনীতি

১। খেলাফতে রাশেদার আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যোগ্য ও আদর্শবান নাগরিক ও প্রতিনিধি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যাপক তা'লীমি ও তরবীয়তী কার্যসূচী গ্রহণ এবং সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির আমূল সংস্কার প্রয়াস।

২। কোরআন সুন্নাহর আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় সুদক্ষ চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তোলা এবং বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন।

৩। পুঁজিবাদী শোষনমূলক অর্থ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে পেশাজীবি মেহনতী মানুষের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শোষণহীন অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। সুদ, ঘুষ, অপব্যয়, দুর্নীতি, কালোবাজারী, জুয়া, হাউজী, ভেজাল, জালিয়াতী ও ভোগ বিলাসের সকল পথ বন্ধ করে প্রতারণামূলক সুবিধা ভোগের সকল সুযোগ রহিত করা এবং বায়তুলমাল কায়েম করে নিঃস্ব, পংগু, এতীম, বেকার ও বিধবাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস ও মাথাভারী প্রশাসনের বিলুপ্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে বেতনের নিম্নতম হার নির্ধারন করা।

৫। রাসূলে পাকের ঘোষনার ভিত্তিতে প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও নিরাপত্তার ন্যূনতম প্রয়োজনের নিশ্চয়তা বিধান কল্পে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া।

৬। কোরআন সুন্নাহর আলোকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে ইনসাফ ভিত্তিক সহজ ও ত্বরিৎ বিচার ব্যবস্থা চালু করা এবং বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগের উপরে মর্যাদা দান করা।

৭। রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা, সার্বিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

৮। বিদেশী পণ্যের আমদানী সংকুচিত করে দেশজ শিল্পোৎপাদন উৎসাহিত করার মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯। অস্ত্র উৎপাদনসহ কতগুলো মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রনে রেখে শিল্প ও বাণিজ্যের সকল শাখায় শর্তাধীন ব্যক্তিগত উদ্যোগের পথ উন্মুক্ত করা।

১০। দেশের বিভিন্ন পেশার মানুষদের সংগঠিত করে সকল পেশায় আন্দোলনের আদর্শের প্রতিফলন ঘটাবার ব্যবস্থা করা।

১১। দেশের পনের হতে চল্লিশ বছরের সকল সক্ষম নাগরিককে ইসলামের আলোকে সামরিক শিক্ষা প্রদান উরে জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে জনগনের স্বক্রিয় ভূমিকার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১২। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক সংস্কার সাধন করা এবং স্বল্প মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় কৃষি কপকরণ সরবরাহ, বিনা সূদে ঋণদান ও তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৩। আয়-কর ও শুল্ক নীতির আমূল সংস্কার সাধন করে কোরআন সুন্নাহর আলোকে সকল কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটান।

১৪। মাতৃজাতির পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং শরীয়ত কর্তৃক প্রদত্ত তাদের সর্বপ্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৫। জাতীয় স্বাধীনতা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রেখে সমমর্যাদার ভিত্তিতে বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা এবং স্বাধীনতা ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি অমর্যাদাকর যে কোন অসম মৈত্রীচুক্তি বাতিল করা। বিশেষত মুসলিম জাহানের সাথে সম্পর্ক সুনিবীড় করে সকলের সম্পদ ও জনশক্তির যৌথ ব্যবহারের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতির ক্ষেত্রে সহযোগীর ভূমিকা পালন করা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গঠনতন্ত্র

১। নাম ঃ

এ আন্দোলনের নাম হবে "বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন"।

২। পতাকা ঃ

খেলাফত আন্দোলনের পতাকা হবে "আয়তকার হলুদ কাপড়ের মাঝখানে ছয় রেখা বিশিষ্ট সবুজ গোলক"।

৩। কর্মক্ষেত্র ঃ

ক) বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র হবে বাংলাদেশ।

খ) আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খেলাফত কায়েম করাই খেলাফত আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৪। সদর দফতর :

ক) বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সদর দফতর ঢাকায় থাকবে।

খ) আন্দোলনের প্রয়োজনে সদর দফতর অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে।

৫। আমীরে শরীয়ত ঃ

ক) খেলাফত আন্দোলনের প্রধান পরিচালক "আমীরে শরীয়ত" নামে অভিহিত হবেন।

৬। বাইয়াত ঃ

ক) আমীরে শরীয়তের হাতে আন্দোলনের কর্মীগণ বাইয়াতে এতায়াত (আনুগত্য) ও বাইয়াতে জেহাদ গ্রহণ করবেন।

৭। আমীরে শরীয়তের গুণাবলী ঃ

ক) আমীরে শরীয়ত সমসাময়িক কালের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরহেজগারদের অন্যতম হবেন।

খ) আমীরে শরীয়ত কোরআন সুন্নাহর জ্ঞানে সেরা পারদর্শীদের একজন হবেন।

গ) আমীরে শরীয়তের বিচক্ষণতা ও কর্মক্ষমতা অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হবে।

৮। আমীরে শরীয়তের ক্ষমতা ও অধিকার ঃ

ক) আন্দোলনের সকল ক্ষমতা ও অধিকার আমীরে শরীয়তের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং তিনি আন্দোলনের সকল কার্য্যধারা পরিচালনা ও তদারকের দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

খ) আন্দোলনের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমীরে শরীয়ত মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শক্রমে সম্পন্ন করবেন।

গ) আমীরে শরীয়তের যে কোন নির্দেশ শরীয়তের বরখেলাফ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠনের মেনে চলতে হবে।

ঘ) শরীয়ত বিরোধী যে কোন সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ মাজলিসে শূরার হোক, মজলিসে আমেলার হোক কিংবা মজলিসে উমূমীর হোক, আমীরে শরীয়ত তা নাকচ করবেন।

ঙ) যে কোন শরীয়ত গর্হিত কিংবা গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজের দায়ে আমীরে শরীয়ত যে কোন ব্যক্তি ও সংগঠনকে জবাবদিহী করতে এবং মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে বহিষ্কার ও বাতিল করতে পারবেন।

চ) আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের যে কোন কার্যক্রম তাঁর অনুমোদন কিংবা স্বাক্ষর ব্যতীত বৈধ হবে না।

ছ) আমীরে শরীয়ত প্রয়োজনানুপাতে মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে শূরা থেকে অনূর্ধ পাঁচজন নায়েব মনোনয়ন করবেন। তন্মধ্যে একজন নায়েব আমীরে আমেল (কার্যকরী) হবেন।

ঝ) আমীরে শরীয়ত ও মজলিসে শূরার ভেতর কোন মতবিরোধ দেখা দিলে কাজা ও ইফ্‌তা বিভাগে পেশ করা হবে। কাজা ও ইফতা বিভাগ দেশের খ্যাতনামা দুজন মুফতী, উপদেষ্টা বর্গের মধ্য থেকে দুজন সদস্য ও একজন আইনজীবি সমন্বয়ে সালিসি আদালত গঠন করবেন। সালিসি আদালত কোরআন সুন্নাহর আলোকে যে রায় দিবেন তা চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

৯। পরবর্তী আমীরে শরীয়ত :

ক) আমীরে শরীয়ত তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য হয় মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শক্রমে কারো নাম ঘোষণা করবেন, অন্যথায় মজলিসে শূরার হাতে ছেড়ে যাবেন।

খ) পরবর্তী আমীরে শরীয়ত নির্বাচনের ব্যাপারে মজলিসে শূ'রার সংখ্যাধিক্যের মত গ্রহণযোগ্য হবে।

গ) যে কোন অবস্থায় আমীরে শরীয়তের পদশূণ্য হবার দশ দিনের মধ্যে নায়েবে আমীরে আমেল মজলিসে শূরার অধিবেশন ডেকে আমীরে শরীয়ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

১০। কেন্দ্রীয় সংগঠন :

খেলাফত আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠনে তিনটি পরিষদ থাকবে। আমীরে শরীয়ত প্রত্যেক পরিষদের প্রধান পরিচালক থাকবেন।

১০।১ মজলিসে শূরা বা পরামর্শ পরিষদ :

ক) মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যা মোট ১০১ জন হবে।

খ) আমীরে শরীয়ত পদাধিকার বলে মজলিসে শূরার প্রধান হবেন।

গ) আমীরে শরীয়ত প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা থেকে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে একজন করে সদস্য মনোনীত করবেন।

ঘ) অবশিষ্ট সদস্যগণ আমীরে শরীয়ত কর্তৃক মনোনীত হবেন।

১০।২ মজলিসে আমেলা বা কর্ম পরিষদ ঃ

ক) মজলিসে আমেলার সদস্য সংখ্যা ২৫ জন হবে।

খ) আমীরে শরীয়ত ও তাঁর নায়েব যথাক্রমে মজলিসে আমেলার প্রধান ও সহকারী প্রধান হবেন।

গ) আমীরে শরীয়ত মজলিসে শূরা থেকে ১২ জন সদস্যকে বিভাগীয় নাজেম মনোনীত করবেন এবং অবশিষ্ট সদস্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ভেতর থেকে মনোনীত করবেন।

ঘ) নায়েবে আমীরে আমেল মজলিসে আমেলার বিভাগ সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন।

১০।৩ মজলিসে উমুমী বা সাধারণ পরিষদ ঃ

ক) মজলিসে উমুমীতে মোট ৩১৩ জন সদস্য থাকবেন।

খ) আমীরে শরীয়ত প্রতিটি সাংগঠনিক জিলার প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিনজন করে সদস্য মনোনয়ন করবেন।

গ) অবশিষ্ট সদস্যগণ আমীরে শরীয়ত কর্তৃক মনোনীত হবেন।

১০।৪ উপদেষ্টা বর্গ ঃ

আমীরে শরীয়ত দেশের বিভিন্ন সেলসেলার পীর বুযুর্গ ও খ্যাতনামা ইসলামী বিশেষজ্ঞদেরকে উপদেষ্টা হিসাবে মনোনীত করবেন।

১১। শূরা ও উমুমী সদস্যের গুণাবলী ঃ

ক) মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ তিনটি গুণ বিশিষ্ট হবেন : (১) দ্বীনিজ্ঞান সম্পন্ন (২) পরহেজগার (৩) বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন।

খ) মজলিসে শূরার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বীনিজ্ঞান কোরআন সুন্নাহর শিক্ষাগত জ্ঞান হতে হবে।

গ) মজলিসে শূরার সদস্যের পরহেজগারী শরীয়তের যথাযথ আমলকে বুঝাবে।

ঘ) মজলিসে উমুমীর সদস্যদের কমপক্ষে পরহেজগার ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে ।

১২। মজলিসে শূরার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক) মজলিসে শূরা খেলাফত আন্দোলনের সর্বোচ্চ পরিষদ বলে বিবেচিত হবে ।

খ) আমীরে শরীয়তের আহ্বানে সমবেত হয়ে আন্দোলনের লক্ষ্য ও আদর্শানুসারে তাঁকে সঠিক পরামর্শ দান এবং আমীরে শরীয়তের কোন সিদ্ধান্ত ও কার্য ক্রম আপত্তিকর মনে হলে তার ব্যাখ্যা গ্রহণ মজলিস সদস্যদের দায়িত্ব ।

গ) আন্দোলনের সমগ্র কার্যক্রমের সুষ্ঠ পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রকল্প তৈরী ও তা বাস্তবায়নের নীতি নির্ধারণ এবং সংগঠনের অভ্যন্তরে কোন নীতিগত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা প্রদান করা ।

ঘ) মজলিসে আমেলার কার্য বিবরণী গ্রহণ, পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং মজলিসে উমুমীর প্রস্তাবাবলী বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ।

ঙ) আন্দোলনের প্রস্তাবিত বাজেট ও আয় ব্যয়ের হিসাব বিবেচনা ও অনুমোদন করা ।

চ) মজলিসে আমেলার কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শাখা বা সদস্যের আপীল বিবেচনা ও আমীরে শরীয়তকে সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে সহায়তা করা ।

১৩। মজলিসে আমেলার দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক) শাখা সংগঠনকে মঞ্জুরী দান, বাতিল করা, এডহক কমিটি গঠন, নতুন সংগঠন কায়েম ও প্রয়োজনে অংগ সংগঠন গড়ে তোলা ।

খ) শাখা সংগঠনসমূহের কার্যবিবরণী সংগ্রহ, তাদের তৎপরতায় সহায়তা করা, তাদের সমস্যাবলীর সুরাহা করা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশ প্রদান করা ।

গ) আন্দোলনের প্রতিটি ব্যক্তি ও সংগঠনের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েমের মাধ্যমে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) মজলিসে শূরায় পেশ করে অনুমোদন লাভের জন্য বার্ষিক কার্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব তৈরী করা।

ঙ) আন্দোলনের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ, অর্থ বরাদ্দ ও যথাযথ ব্যয়ের ব্যবস্থা করা।

চ) মজলিসে শূরার অধিবেশনে অনুমোদিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করা।

ছ) মজলিসে আমেলা সর্বক্ষেত্রে মজলিসে শূরার কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবে।

১৪। মজলিসে উমূমীর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ক) আন্দোলনের বার্ষিক কার্যবিবরণী শ্রবন ও অনুমোদন করা।

খ) মজলিসে শূরার বিবেচনার জন্য যে কোন নতুন প্রকল্প বা প্রস্তাব গ্রহণ ও প্রেরণ করা।

গ) কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন ও জবাব গ্রহণ করা।

ঘ) মজলিসে উমূমীর প্রধান হবেন আমীরে শরীয়ত এবং তাঁর নায়েব মজলিসে উমূমীর সহকারী প্রধান হবেন।

১৫। উপদেষ্টাবর্গের দায়িত্ব :

ক) আমীরে শরীয়তের অনুরোধক্রমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা।

খ) আমীরে শরীয়তের অনুরোধ ছাড়াও প্রয়োজনবোধে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আমীরে শরীয়তকে জরুরী পরামর্শ দান করা।

গ) আমীরে শরীয়তের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে যথা সময়ে তাঁকে সতর্ক করা।

১৬। মজলিসে আমেলার কাঠামো :

মজলিসে আমেলায় মোট ১২টি বিভাগ থাকবে। বিভাগগুলো হচ্ছে :—

১। সংগঠন বিভাগ ২। প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ ৩। রচনা, সংকলন ও অনুশীলন বিভাগ ৪। অর্থ বিভাগ ৫। সমাজ কল্যাণ বিভাগ ৬। বিচার ও আইন বিভাগ ৭। শিক্ষা ও দীক্ষা বিভাগ ৮। কৃষি ও শ্রম বিভাগ ৯। শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ ১০। জেহাদ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ ১১। সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগ ১২। অফিস বিভাগ

বিভাগীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৬।১ সংগঠন বিভাগ :

ক) সর্বত্র সংগঠনের সম্প্রসারণ, নিয়ন্ত্রন ও সংশোধন এবং সার্বিক উন্নয়নে তৎপর থাকা।

খ) শাখা সংগঠনের মঞ্জুরী দান, এডহক কমিটি গঠন, নতুন সংগঠন কায়েম ও প্রয়োজনে অংগ সংগঠন গড়ে তোলা এবং কোন শাখা সংগঠন বাতিলের জন্য মজলিসে আমেলার নিকট সুপারিশ করা।

গ) শাখা সংগঠনের অভাব অভিযোগের তদারকী ও বিরোধ বিসংবাদ নিরসন করা।

১৬।২ প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ :

ক) সর্বত্র সংগঠনের নীতি ও আদর্শ প্রচার করা।

খ) সভা সমিতির ব্যবস্থা, প্রচার-পুস্তিকা রচনা ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করা।

গ) বিভাগীয় উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী করে মজলিসে আমেলার অনুমোদনক্রমে তা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালান।

১৬।৩ রচনা, সংকলন ও অনুশীলন বিভাগ :

ক) আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে সাহিত্য সৃষ্টি, গ্রন্থাদি রচনা ও প্রয়োজনীয় বিষয়াদির উপর গবেষনামূলক নিবন্ধ তৈরী করা।

খ) কোরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে প্রাইমারী স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বস্তরের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করা।

গ) রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগকে শরীয়তের দৃষ্টিতে পুনর্বিন্যাসের জন্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি রচনা ও বাস্তব প্রকল্প তৈরী করা।

১৬।৪ অর্থ বিভাগঃ

ক) প্রচলিত গোটা অর্থনীতি ইসলামী ছাঁচে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে বিকল্প অর্থনৈতিক প্রকল্প রচনা ও প্রচার করা।

খ) সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুদ বিহীন সমবায় ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান।

গ) সংগঠনের দুটি তহবীল থাকবে। সাংগঠনিক তহবীল ও বাইতুল মাল-(সাহায্য তহবীল)। যাকাত, সদকা প্রভৃতি শরয়ী দান সমন্বয়ে বায়তুল মাল (সাহায্য তহবীল) গঠন করা হবে। এ ছাড়া অন্যান্য আয় সাংগঠনিক তহবীলে জমা হবে।

ঘ) সংগঠনের তহবীল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করা ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা।

ঙ) সংগঠনের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদিত বাজেটের বাস্তবায়নের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

চ) আমীরে শরীয়ত অথবা তাঁর আদেশক্রমে নায়েব আমীরে আমেল এবং অর্থ-নাজেমের যুগ্ম স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সম্পাদিত হবে।

১৬।৫ সমাজ কল্যাণ বিভাগঃ

ক) আর্তের সেবা, বিধবা, এতীম, রুগ্ন, পংগু, অসহায় ও ছিন্নমূল শ্রেণীর পুনর্বাসন ও সুস্থ জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার জন্য সংগঠন কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা।

খ) নও মুসলিমদের পুর্নবাসন ও প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬।৬ বিচার ও আইন বিভাগ ঃ

ক) সর্বত্র কোরআন সুন্নাহ্‌র আইন ও বিচার ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং তার সম্ভাব্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা।

খ) মানবীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটি ও ব্যর্থতা বুঝিয়ে জনগণকে তার আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্তে শরয়ী আদালতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

গ) আন্দোলনের কর্মীদের বিরোধ বিসংবাদ নিরসনের জন্য কেন্দ্র ও শাখা সমূহে শরয়ী আদালত কায়েম করে বিজ্ঞ আলেমদের সাহায্যে বিচারের ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাথে কোরআন সুন্নাহর আইন ও বিচার ব্যবস্থার তুলনামূলক পুস্তক পুস্তিকা ও নিবন্ধাদি রচনা করে সর্বত্র প্রচার করা।

ঙ) জনগণকে শরা শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েল ও ফতোয়া-ফরায়েজ লাভের ব্যাপারে নিঃস্বার্থ সহায়তা করা।

১৬'৭ শিক্ষা ও দীক্ষা বিভাগ ঃ

ক) সর্বত্র কোরআন সুন্নাহর শিক্ষা সম্প্রসারণ করা ও তদনুযায়ী মন-মগজের সংস্কার সাধনের জন্য দীক্ষা প্রদান।

খ) দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর মুদার্রেসীন, ওয়াজ-এরশাদ ও তফসীর-তবলীগে নিয়োজিত বুযুর্গান ও মসজিদের ইমামদের পরিচালিত প্রয়াস সমূহের সমন্বয় ও প্রয়োজনে সংস্কার সাধন করা।

গ) মসজিদকে কেন্দ্র করে সর্বত্র শিশু ও বয়স্কদের কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়াস চালান।

ঘ) সংগঠনের কর্মীদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য আদর্শ ও কর্মনীতির সাথে একাত্ম করে তোলার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রাখা।

১৬।৮ কৃষি ও শ্রম বিভাগ :

ক) কৃষক ও শ্রমিক সমাজকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোকে

সংগঠিত করে তদনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদের পরামর্শ ও সহায়তা দান করা।

খ) আন্দোলনের নির্ধারিত কৃষি ও শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বত্র প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

গ) কৃষক ও শ্রমিকদের সহায়তায় সমবায় ঋণ দান সমিতি কায়েম করে তাদের বিনা সুদে ঋণ লাভের ব্যবস্থা করা।

১৬।৯ শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ:

ক) শিল্প ও বাণিজ্যকে ইসলামী ছাঁচে পরিচালনার জন্য আন্দোলনের আদর্শে বিশ্বাসী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সংগঠিত করে আন্দোলনের আদর্শ অনুসরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করা।

খ) আন্দোলন কর্তৃক প্রণীত শিল্প ও বাণিজ্যনীতি সর্বত্র পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমিকদের সাথে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নয়ন সাধনের নজির কায়েম করা।

১৬।১০ জেহাদ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ:

ক) আন্দোলনের কর্মীদের জেহাদের প্রেরণা ও প্রশিক্ষণ দান করা।

খ) সর্বত্র মুজাহিদ বাহিনী কায়েম করে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের কাজে নিয়োজিত রাখা।

গ) মুজাহিদদের ইউনিফর্ম ও ব্যাজ নির্ধারণপূর্বক মজলিসে শূরায় অনুমোদন ক্রমে চালু করা।

ঘ) মুজাহিদ বাহিনীর প্রধানকে সালারে আলা ও শাখা প্রধানদের সালার নামে অভিহিত করা হবে।

১৬।১১ সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগ:

ক) খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে সংখ্যালঘুদের ন্যায়সংগত অধিকার

সংরক্ষণ ও তাদের জান, মাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

খ) কোরআন সুন্নাহর আদর্শ যে গোটা মানবমণ্ডলীর শান্তি ও মুক্তির একমাত্র রক্ষা কবচ তা তাদের হৃদয়ংগম করিয়ে আন্দোলনের কাজে সহযোগিতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

১৬।১২ অফিস বিভাগ :

ক) আন্দোলনের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার ও কাগজপত্র প্রস্তুত ও সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা।

খ) আন্দোলনের কর্মী ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ সংরক্ষনের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পাদন করা।

গ) বিভিন্ন বিভাগের ফাইলপত্র স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

১৭। বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ পরিষদ ঃ

ক) প্রত্যেক বিভাগে সেই বিভাগে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী অনূর্ধ তিন জন সদস্য নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠিত হবে। তারা মজলিসে আমেলার সদস্য নন, উপদেষ্টা।

খ) বিশেষজ্ঞ পরিষদ বিভাগীয় নাজেমের অধীনে তাদের কাজ চালিয়ে যাবেন।

গ) নাজেম ও বিশেষজ্ঞ পরিষদের ভেতরে কখনও কোন ব্যাপারে মত-বিরোধ দেখা দিলে আমীরে শরীয়ত তার মীমাংসা প্রদান করবেন।

১৮। কেন্দ্রীয় তহবীল :

ক) মজলিসে শূরার সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক ৩০০.০০ টাকা, মজলিসে উমুমির সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক ১০০:০০ টাকা ও সাধারণ সদস্যভুক্তির জন্য মাথা পিছু ৫:০০ টাকা চাঁদা নিয়ে কেন্দ্রীয় তহবীলের ভিত রচিত হবে।

খ) আন্দোলনের সদস্যদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অতিরিক্ত দান ও সহানুভূতিশীলদের এককালীন দান।

গ) আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে আমীরে শরীয়তের আহবানে সংগৃহীত বিশেষ দান ও খেলাফত আন্দোলনের জেহাদে উৎসাহী মা বোনদের মুষ্টি চাঁদা কিংবা অন্যান্য ধরণের দান।

ঘ) প্রত্যেক শাখা সংগঠন তার আয়ের এক পঞ্চমাংশ উর্ধতন সংগঠনকে প্রদানের ভিত্তিতে জিলা শাখা থেকে প্রাপ্ত আয়।

ঙ) কেন্দ্রীয় তহবীলের যাবতীয় আয় অর্থ বিভাগের বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষের হাতে জমা হবে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে তা ব্যয়িত হবে।

১৯। শাখা সংগঠন ঃ

ক) খেলাফত আন্দোলনের শাখা সংগঠনসমূহে দুটি পরিষদ থাকবে।

১। মজলিসে আমেলা (কর্ম পরিষদ) ২। মজলিসে উমুমী (সাধারণ পরিষদ)।

খ) শাখা সংগঠনের জেলা কর্ম পরিষদে ১৭ জন, থানা কর্ম পরিষদে ১৩ জন, ইউনিয়ন কর্ম পরিষদে ১১ ও গ্রাম বা মহল্লা কর্ম পরিষদে ৯ জন সদস্য থাকবেন।

গ) শাখা সংগঠনের জিলা ও থানা কর্ম পরিষদে ৭টি বিভাগ থাকবে :

১। সংগঠন বিভাগ ২। অর্থ বিভাগ ৩। সমাজ কল্যাণ ৪। বিচার ও আইন ৫। জেহাদ ও প্রশিক্ষণ ৬। কৃষি ও শ্রম ৭। দফতর

ঘ) ইউনিয়ন ও গ্রাম বা মহল্লা সংগঠনে ৫টি বিভাগ থাকবে :

১। সংগঠন বিভাগ ২। বায়তুল মাল ৩। সমাজ কল্যাণ ৪। জেহাদ ও প্রশিক্ষণ ৫। কৃষি ও শ্রম।

ঙ) শাখা সংগঠনের সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা জিলায় ১০১ জন, থানায় ৬১ জন, ইউনিয়নে ৩১ জন ও গ্রামে বা মহল্লায় ২১ জন হবে।

চ) শাখা সংগঠনসমূহের জিলা আমীর অনূর্ধ ৩ জন, থানা আমীর অনূর্ধ ২ জন ও গ্রাম বা মহল্লা আমীর অনূর্ধ ১ জন নায়েবে আমীর মনোনীত করবেন।

ছ) প্রত্যেক শাখা সংগঠন তার উর্ধতন সংগঠনের কাছে জবাবদেহী থাকবে।

২০। জিলা সংগঠন ঃ

ক) প্রত্যেক প্রশাসনিক মহকুমাকে সাংগঠনিক জিলা হিসাবে পরিগণিত করা হবে।

খ) জিলাভিত্তিক নির্বাচিত শূরা সদস্য সংশ্লিষ্ট জিলার আমীর হবেন।

গ) জিলা আমীর থানা সংগঠনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিন চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচিত এবং এক চতুর্থাংশ সদস্য সাংগঠনিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে মনোনীত করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে উমুমী গঠন করবেন।

ঘ) জিলা আমীর সংশ্লিষ্ট জিলার উমুমী সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে মজলিসে আমেলা গঠন করবেন।

ঙ) আমীর, নায়েবে আমীর, বিভাগীয় নাজেম ও কার্যকরী সদস্য নিয়ে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জিলা মজলিসে আমেলা গঠিত হবে।

২১। মহানগরী সংগঠন ঃ

ক) ঢাকা মহানগরীকে চারটি সাংগঠনিক জিলার মর্যাদা দিয়ে একটি শক্তিশালী মহানগরী কমিটি গঠিত হবে।

খ) আমীরে শরীয়ত মহানগরী সংগঠনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মজলিসে শূরার ঢাকার সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর মনোনীত করবেন।

গ) মহানগরী আমীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও মজলিসে উমুমীর মহানগরী সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে মজলিসে আমেলা গঠন করবেন।

ঘ) মহানগরী মজলিসে আমেলা ও মজলিসে উমুমীর সদস্য সংখ্যা অন্যান্য সাংগঠনিক জিলার সমান হবে।

২২। শহর সংগঠন :

চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরকে স্বতন্ত্র একটি সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা দান করা হবে।

২৩। থানা সংগঠন :

ক) জিলা আমীর থানার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শক্রমে একজনকে থানা আমীর নির্বাচিত করবেন।

খ) থানা আমীর ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিন চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচিত ও সাংগঠনিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এক চতুর্থাংশ সদস্য মনোনীত করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট থানা মজলিসে উমুমী গঠন করবেন।

গ) থানা আমীর থানা মজলিসে উমুমী সদস্যদের পরামর্শক্রমে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠন করবেন।

২৪। ইউনিয়ন সংগঠন :

ক) থানা আমীর ইউনিয়নের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শক্রমে এক জনকে ইউনিয়ন আমীর নির্বাচিত করবেন।

খ) ইউনিয়ন আমীর গ্রাম বা মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে তিন চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচিত ও সাংগঠনিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এক চতুর্থাংশ সদস্য মনোনীত করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন মজলিসে উমুমী গঠন করবেন।

গ) ইউনিয়ন আমীর উমুমী সদস্যদের পরামর্শক্রমে ১১ সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠন করবেন।

২৫। গ্রাম বা মহল্লা সংগঠন :

ক) ইউনিয়ন আমীর গ্রাম বা মহল্লার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শক্রমে একজনকে আমীর নির্বাচিত করবেন।

খ) গ্রাম বা মহল্লা আমীর স্থানীয় সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ২১ সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে উমূমী গঠন করবেন।

গ) গ্রাম বা মহল্লা আমীর মজলিসে উমূমীর সাথে পরামর্শক্রমে ৯ সদস্য-বিশিষ্ট মজলিসে আমেলা গঠন করবেন।

২৬। প্রাথমিক সদস্য :

ক) আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও গঠনতন্ত্রের সাথে একমত হয়ে সদস্য ফর্ম পূরণ করে সদস্য ফি জমা দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক খেলাফত আন্দোলনের প্রাথমিক সদস্য হতে পারবে।

খ) খেলাফত আন্দোলনের কোন সদস্য অন্য কোন প্রকাশ্য কি গোপন রাজনৈতিক বা সন্ত্রাসবাদী দলের কিংবা আন্দোলনের নীতি বা আদর্শ বিরোধী কোন ধরনের সংগঠনের সদস্য থাকতে পারবে না।

গ) প্রাথমিক সদস্যের বার্ষিক চাঁদা অন্যূন ২৪।00 চব্বিশ টাকা হবে।

ঘ) গঠনতন্ত্র কিংবা আন্দোলনের আদর্শ বিরোধী যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের অপরাধে প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিল হবে।

ঙ) প্রাথমিক সদস্য পদ বাতিলের বিরুদ্ধে উর্ধতন সংগঠনে আপীল করা যাবে।

২৭। সভা আহ্বান ঃ

ক) মজলিসে শূরার অধিবেশন বছরে অন্যূন দু'বার আহুত হবে।

খ) আমীরে শরীয়ত প্রয়োজনবোধে অধিকতর অধিবেশন আহ্বান করতে পারবেন।

গ) মজলিসে আমেলার বৈঠক অন্যূন দু-মাসে একবার বসবে।

ঘ) মজলিসে উমূমী বছরে অন্যূন একবার মিলিত হবে। আমীরে শরীয়ত প্রয়োজনবোধে সাধারণ পরিষদের একাধিক বৈঠক আহবান করতে পারবেন।

২৮। নোটিশ প্রদান :

ক) মজলিসে শূরা ও মজলিসে উমূমীর জন্য সাধারণত পনের দিনের ও জরুরী বৈঠকের জন্য তিন দিনের নোটিশ প্রয়োজন হবে।

খ) মজলিসে আমেলার জন্য সাধারণত সাত দিনের ও জরুরী অবস্থায় চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দরকার হবে।

২৯। হিসাব পরীক্ষা :

ক) আমীরে শরীয়ত আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠনের আয় ব্যয়ের বার্ষিক হিসাব নিকাশ পরীক্ষার জন্য তিনজন অভিজ্ঞ হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করবেন। প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় যে কোন সংগঠনের হিসাব পরীক্ষার জন্য তিনি হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করতে পারবেন।

খ) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগের তারিখ থেকে অনূর্ধ পনের দিনের ভেতর তার রিপোর্ট নিয়োগকারী ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছে পেশ করবেন।

৩০। কার্যকাল :

ক) আমীরে শরীয়তের কার্যকাল শরয়ী আহকামের সুস্পষ্ট লংঘন কিংবা শারীরিক বা মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অবশ্য বিশেষ কারণ বশত তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে স্বভাবত তাঁর কার্যকালের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

খ) শাখা সংগঠনসমূহের আমীরদের কার্যকাল উর্দ্ধতন আমীরের অনুমোদন প্রত্যাহার কিংবা কারো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পদত্যাগ পত্রের অনুমোদন লাভ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

গ) মজলিসে শূরা, মজলিসে আমেলা ও মজলিসে উমূমী সদস্যদের কার্য-কাল এ অনুচ্ছেদের (খ) ধারা অনুযায়ী নির্ণীত হবে।

৩১। পদচ্যুতি :

ক) আমীরে শরীয়ত শরীয়ত বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিলে যে কোন সাধারণ সদস্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আইন ও বিচার বিভাগে আবেদন করতে পারবেন। আইন ও বিচার বিভাগ তার ফয়সালার জন্য মজলিসে আমেলার সাথে পরামর্শক্রমে তিনজন খ্যাত-নামা মুফতী, তিনজন উপদেষ্টা ও একজন আইনবিদের

সমন্বয়ে শরয়ী আদালত কায়েম করবেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণের পর আবেদন সত্য প্রমাণিত হলে বিশেষ শরয়ী আদালত আমীরে শরীয়তকে পদচ্যুত করার ফয়সালা দিবেন। তদনুসারে নায়েবে আমীরে আমেল ও তাঁর অবর্তমানে মজলিসে আমেলা কর্তৃক আহুত মজলিসে শূরা তাঁকে পদচ্যুত করে যথারীতি নতুন আমীরে শরীয়ত নির্বাচন করবেন।

খ) শাখা আমীরদের বেলায় আইন ও বিচার বিভাগের নিয়োজিত সাধারণ শরয়ী আদালত পদচ্যুতির ফয়সালা প্রদান করবেন এবং উর্দ্ধতন আমীরের মাধ্যমে তা জারী করা হবে। উর্দ্ধতন আমীর যথারীতি পরবর্তী আমীর নির্বাচন করবেন।

গ) মজলিসে শূরা ও মজলিসে উমূমী সদস্যদের ফয়সালার ব্যাপারেও এ অনুচ্ছেদের (খ) ধারা অনুসৃত হবে।

ঙ) সাধারণ সদস্যদের পদচ্যুতির ফয়সালা সংশ্লিষ্ট আমীরের মাধ্যমে জারী করা হবে।

চ) নিম্ন আদালতসমূহের রায়ের বিরুদ্ধে উর্ধতন আদালতে আপীল করা যাবে।

৩২। কোরাম :

মজলিসে উমূমীর এক পঞ্চমাংশ ও মজলিসে আমেলার এক চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি সভার কোরাম হবার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

৩৩। অন্য দলের সংযোজন :

ক) খেলাফত আন্দোলনে অন্যান্য দলেরও যোগদানের সুযোগ থাকবে। যে দল যোগদান করবে তার দলীয় রাজনৈতিক ভূমিকা থাকবে না।

৩৪। গঠনতন্ত্র সংশোধন :

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রয়োজ্য হবে :

ক) যে ধারা বা উপধারা সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের জন্য বিবেচ্য হবে তা উল্লেখ করে অন্তত পনের দিনের নোটিশের মাধ্যমে সভা আহবান করতে হবে।

খ) শূরার সেই অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

গ) উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন অপরিহার্য হবে।

পরিশিষ্ট

খেলাফত আন্দোলনের কর্মীদের

দৈনন্দিন কর্মসূচী

১। ক) পাঁচ ওয়াক্ত বাজামায়াত নামায আদায় ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলা।

খ) ফজর নামাযের পর অন্তত দশ মিনিট অজিফা, তালীমে কোরআন বা নফল নামাযে মশগুল থাকা।

গ) চলতে ফিরতে শুইতে বসতে সর্বদা জিকরুল্লাহ ও দরূদ শরীফ জারী রাখা।

২। নিয়মিত ব্যায়াম করা ও রিযকে হালালের জন্য যত্নবান থাকা।

৩। নিয়মিত আন্দোলনের বই কিতাব ও পত্র পত্রিকা পড়া।

৪। প্রত্যহ কাউকে কিছু দান কিংবা কারো কোন উপকার করা।

৫। পাড়াপড়শী ও আন্দোলনী ভাইদের যথা সম্ভব খোঁজ খবর নেয়া।

৬। দৈনিক অন্তত এক ব্যক্তিকে আন্দোলনের দাওয়াত দেয়া।

৭। রাত্রে পরিবারবর্গের কাজের হিসাব নেয়া ও নিদ্রার প্রাক্কালে মোহাসাবায়ে নফস্ (আত্ম-পর্যালোচনা) করা।

সাপ্তাহিক কর্মসূচী

১। প্রতি সপ্তাহে আন্দোলনের কর্মীদের সাপ্তাহিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়া ও বৈঠকে প্রত্যেক কর্মীর দৈনন্দিন কাজের রিপোর্ট পর্যালোচনা করা।

২। প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাযের প্রাক্কালে ইকামাতে দ্বীন সম্পর্কিত কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত ওয়াজের ব্যবস্থা করা।

৩। অন্তত একজনকে খেলাফত আন্দোলনে শরীক করা।

৪। আন্দোলন সম্পর্কিত অন্তত একখানা বই শেষ করা।

মাসিক কর্মসূচী

১। প্রতিমাসে আন্দোলনের লক্ষ্যে একটি জনসভার ব্যবস্থা করা।

২। মাসে অন্তত একদিন কোন এক বুযুর্গ আলেমের সান্নিধ্যে কাটান।

৩। অন্তত একবার কর্মীদের ট্রেনিং ক্যাম্প ও রাত জাগার ব্যবস্থা করা।

৪। উর্ধতন সংগঠনের কাছে সংগঠনের মাসিক রিপোর্ট প্রদান।

বার্ষিক কর্মসূচী

১। সীরাতুন্নবী উপলক্ষে সভা সমিতি ও সেমিনারের আয়োজন করা।

২। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাড়াপড়শী ও গরীব দুঃখীদের ঈদ সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা এবং যকাত-ফিতরা সংগ্রহ করে বায়তুল মালের মাধ্যমে গরীব দুঃখীদের ভেতর বিতরণ করা।

৩। ঈদুল আজহা উপলক্ষে পাড়াপড়শী ও গরীব-দুঃখীর ভেতর মাংস বিতরণ ও তাদের ঈদ সম্মিলনীর ব্যবস্থা করা।

৪। যার ওপর হজ্ব ফরজ হয়েছে তার হজ্বব্রত পালন এবং যাদের যাকাত ফিতরা ওয়াজিব হয়েছে তাদের যথাযথভাবে যাকাত-ফিতরা আদায় করা।

৫। উর্ধতন সংগঠনের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট ও চাঁদা প্রেরণ।

হাফেজ্জী হুজুরের

তওবানামা

আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা শাসক ও শাসিত সকলেই বিদ্রোহের গোনাহে নিমজ্জিত। মনে রাখতে হবে যে, আমরা এ বিদ্রোহের কর্তা না হলেও এতে সমর্থকের ভূমিকা পালনের কথা অস্বীকার করার জো নেই। এটা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে বিদ্রোহ ও জাতির সাথে নিছক বিশ্বাসঘাতকতা। এখন আমরা এ নিমকহারামী ও বিদ্রোহের মহাপাপ হ'তে তওবা করতে চাই। এ তওবার উপায় কি? এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য—''অনেকে মনে করেন, গদী দখল করার জন্য আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।'' নাউযুবিল্লাহ্। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য 'তওবা করা'। আর তওবার নিয়ম হলো যেমন অপরাধ তেমন তওবা করা। গোপন গোনাহের তওবা গোপনে, প্রকাশ্য গোনাহের তওবা প্রকাশ্যে। হাদীস শরীফে রয়েছে—'অন্যায় অপকর্ম দেখলে হাত দ্বারা বাধা দাও। সম্ভব না হলে মৌখিক বাধা প্রদান কর। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে অপকর্মকে ঘৃণা কর, তা নির্মূল হওয়ার জন্য দোয়া করতে থাক।

আমরা তৃতীয়টি সর্বদাই করে আসছি। দ্বিতীয়টিও বারবার করেছি। আজ আমরা হাত দ্বারা অর্থাৎ ভোট ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে চাই। আমরা ভোট দিয়ে গোনাহ করেছি, ভোট দিয়েই তওবা করতে চাই।

O O O O

আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি। আন্দোলন করেই যাব, সত্য কথা বলেই যাব। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে কি জবাব দেব? সেখানে কি আমাদের উপস্থিত হতে হবে না? যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা হক কথা কেন বলোনি? কেন জাতিকে দোযখের পথ থেকে রক্ষা করনি? তখন আমরা কি জবাব দেব? একদিন হাজিরা দিতেই হবে, পবিত্র কোরআনে সতর্কবানী রয়েছে—

'ভয় কর সেই দিনকে যেদিন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আল্লাহর

দরবারে, আর প্রত্যেককেই তার কৃত কর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিদান দেওয়া হবে' (সূরা বাকারাহ)।

"জালিম শাসনকর্তার মুখোমুখি সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ।"
(আল-হাদীস)

এ জেহাদ আমরা করেই যাব, তাতে শেষ পর্যন্ত যদি শাহাদত নসীব হয়, তবে তা পরম সৌভাগ্য, চরম কাম্য। হার জিত সম্পর্কে একটা চমৎকার কথা শুনুন, দুনিয়ায় আমাদের হার (পরাজয়) হলেও পরকালে আমাদের জন্য রয়েছে (মনি মুক্তার) হার। আর দুর্নীতিবাজদের জিত তাদের করবে চিত, তাদের জয় ডেকে আনবে ক্ষয়। আমি এ কথাও বলতে চাই যে, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি ইংরেজদের প্রবর্তিত পদ্ধতি। এটা নির্ভুল ও সঠিক নয়, সৎ লোকের ক্ষমতায় আসা এতে এক প্রকার অসম্ভব। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নির্বাচনে জেতা হচ্ছে। ঘুষ দিয়ে ভোট কেনা হচ্ছে। এ পদ্ধতি বর্জনীয়। দুর্নীতিমুক্তভাবে দেশের বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবি, যথার্থ সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন পদ্ধতির গলদ দূর করাও আমার অন্যতম লক্ষ্য।

o o o o

আমাদের আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী নয়, আজীবন তা চলতে থাকবে। ইহকালের বিজয় কামিয়াবীর মাপকাঠি নয়। পরকালের কামিয়াবী অবধারিত। বাহ্যিক সফলতা লাভ করতে পারলে ইসলামী হুকুমত জারী হবে। দেশ ও জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের প্রার্থনা—আমাদের এ আন্দোলনের মুজাহিদগণকে ইমাম মাহদী আলাইহেস সালামের বাহিনীর সৈনিকরূপে কবুল করুন।

(আমীন)

○ আমি আজীবন নির্দলীয়। আজও সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে তাদের কল্যাণ কামনায় আন্দোলনে নেমেছি। তাই যে কোন ব্যক্তি বা দলের সমর্থনকে স্বাগত জানাচ্ছি।

○ প্রচলিত রাজনীতি করা আমার অভ্যাস নয়, উদ্দেশ্যও নয়, পসন্দও করিনা। আমার উদ্দেশ্য খেলাফত আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করা।

○ ক্ষমতা লাভ বা গদী দখলের জন্য নয়—আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য আমি জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছি।

○ 'একমাত্র আল্লাহর ওপর আমার ভরসা, আপনাদের প্রচেষ্টা ও আন্তরিক দোয়া আমার পাথেয়।'

○ আমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে। তবুও এ মহান কর্তব্য সাধনে আমি নিজকে পেশ করছি। এতে যদি আমার জীবন চলেও যায় তবে তা যাক। মনে রাখতে হবে যে, আমাদের পরকালীন সাফল্য সন্দেহাতীত। আর ইহ-কালের বাহ্যিক ও ত্বরিত সফলতা মোমিনের মূখ্য উদ্দেশ্য নয়।

—**হাফেজ্জী হুজুর**

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

উদ্দেশ্য, কর্মনীতি ও গঠনতন্ত্র

কেন্দ্রীয় প্রচার দফতর ঃ
৩১৪।২ জগন্নাথ সাহা রোড, কিল্লার মোড়,
ঢাকা।